কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানী পুনর্বিবেচনামূলক বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা সরকার

২০২৩-এর সিও ২৩৬

সহ

২০২৩ -এর সিএএন ১

পি. এল. জানা @পান্নালাল জানা এবং আরেকজন

বনাম

আশিস মুখার্জি এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্য	:	শ্রী সৌম্য মজূমদার, শ্রী তন্ময় মুখার্জি, শ্রী অমল কুমার সাহা, শ্রী সৌনাক ভট্টাচার্য, শ্রী ইরেশ পল, শ্রী সৌম্যদীপ পান্ডা।
বিপরীত পক্ষের জন্য নং ১ & ২	:	শ্রী সুরজিৎ নাথ মিত্র, শ্রীমতী অদিতি কুমার।
বিপরীত পক্ষের জন্য নং৩ & ৪	:	শ্রী অমিতাভ নায়েক, শ্রীমতী তানসুশ্রী ঘোষ।
শুনানি শেষ হয়েছেঃ		২২.০৬.২০২৩
রায়ঃ		**২২.০৯.২০২৩**

বিচারপতি শম্পা সরকার: -

১. ৭ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশ থেকে পুনর্বিবেচনার আবেদনটি উদ্ভূত হয়েছে। ২০২২ সালের বিবিধ আপিল নং ৩৭৮-এ আলিপুরের ৭ম আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ থেকে এই বিবিধ আপিলটি উদ্ভূত হয়েছে। ২০২২ সালের টাইটেল মামলা নং ১৭৮০-এ আলিপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দেওয়ানী জজ (জুনিয়র বিভাগ) তৃতীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের একটি আদেশ থেকে এই বিবিধ আপিলটি উদ্ভূত হয়েছে।

২. বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, নিম্ন আপিল আদালত বিবিধকে অনুমতি দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপিল। ২০২২ সালের ১৭ই নভেম্বর বিজ্ঞ বিচারিক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশের মাধ্যমে, আবেদনকারীরা এবং বিবিধ মামলার ৩ নং উত্তরদাতাও। আপিল, তাদের লোক, এজেন্ট এবং অন্যান্য সহযোগীদের ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ এবং ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে পুরুষ ইউনিয়নের (সংক্ষেপে এসইআরএমইউ) দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় (সংক্ষেপে "বিজিএম") নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের (সংক্ষেপে "সিওবি") কাজকর্মের বিষয়ে বাদী/বিরোধী পক্ষগুলিকে বিরক্ত করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল, ২০২২-এর টাইটেল স্যুট নং১৭৮০ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত। রেল কর্তৃপক্ষকে উক্ত বিজিএম সম্পর্কিত সিওবি-র তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বিচারাধীন অবমাননার কার্যধারায় হাইকোর্ট বা অন্য কোনও মাননীয় আদালত কর্তৃক সিওবি সদস্যদের তালিকা প্রকাশের বিষয়ে স্থগিতাদেশের যে কোনও আদেশ সাপেক্ষে এই আদেশ জারি করা হয়েছিল।

৩. বিরোধী পক্ষগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক আহ্বান করা হলে সময়ে সময়ে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের সামনে ইউনিয়নের হিসাবের বিবৃতি জমা দিতে হবে। এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, বিজ্ঞ নিম্ন আপিল কোর্টের আদেশ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মামলা নিষ্পত্তির সময় বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সমস্ত বিষয় উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল।

৪. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সৌম্য মজুমদার বলেন যে, বিতর্কিত আদেশটি মামলার মূল স্বস্তির অনুমতি দেওয়ার সমান। যে বাদী/বিরোধী পক্ষ নং ১ ছিল বোর্ডের যথাযথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছে। মামলাও নয়, বিবিধ মামলাও নয় আপীলটি তাঁর অনুরোধে রক্ষণযোগ্য ছিল।

বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে বিচারাধীন নিষেধাজ্ঞার আবেদনটি অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞ নিম্ন আপিল আদালতের উচিত ছিল বিবিধ আপিল নিষ্পত্তি করা, কেবল এই প্রশ্নে যে, বাদী মামলার ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত ছিল কিনা। তা না করে, বিজ্ঞ নিম্ন আপিল আদালত সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আবেদনের সিদ্ধান্ত নেয়। বিতর্কিত আদেশটি বিবিধ আপিলের আওতার বাইরে ছিল। ২০২২ সালের ২৮৬ নম্বর টাইটেল মামলায় আলিপুরের তৃতীয় অতিরিক্ত আদালতের বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) কর্তৃক প্রদত্ত ২রা মার্চ, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের কথা উল্লেখ করে, জনাব মজুমদার দাখিল করেন যে বিজ্ঞ নিম্ন আপিল আদালত বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়েছে যে একটি উপযুক্ত আদালত ইতিমধ্যেই SERMU-এর দখল, প্রকৃতি, চরিত্র এবং কার্যকলাপের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য পক্ষগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। বিপরীত পক্ষ নং ১ এবং একজন গৌতম মুখার্জীকে SERMU-এর কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। মামলার বাদী নং ২ এবং ৩ নং আবেদনকারী ছিলেন। স্থিতাবস্থার উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছিল। বর্তমান মামলায় (T.S.1780 of 2022), বিজ্ঞ বিচারক 2022 সালের টাইটেল মামলা নং 286-এ প্রদত্ত স্থিতাবস্থার পূর্ববর্তী আদেশ বিবেচনা করে বাদী/বিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিজ্ঞ বিচারক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মামলার সম্পূর্ণ তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং যেহেতু মনে হচ্ছে যে, এখানে বিপরীত পক্ষ নং 1 আশীষ মুখার্জি 2022 সালের টাইটেল মামলা নং 286-এ একজন বিবাদী ছিলেন যেখানে স্থিতাবস্থার আদেশ মঞ্জুর করা হয়েছিল, তাই বিবাদীদের কথা না শুনে একটি সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা যাবে না। অতএব, স্থিতাবস্থার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সুবিধার ভারসাম্য এবং

অসুবিধাটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশের বিরুদ্ধে ছিল। বিজ্ঞ বিচারক অভিমত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু বিপরীত পক্ষগুলিকে ইতিমধ্যেই একটি অন্তর্বর্তীকালীন স্থিতাবস্থা আদেশ দ্বারা ইউনিয়নের প্রকৃতি, চরিত্র, দখল পরিবর্তন এবং ইউনিয়নের ব্যবসায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখা হয়েছে, তাই অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে তাদের পক্ষে আর কোনও আদেশ দেওয়া যাবে না। ২০২২ সালের ২৮৬ নং টাইটেল মামলায় গৃহীত ২রা মার্চ, ২০২২ তারিখের আদেশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, আশীষ মুখার্জি এবং উক্ত মামলার অন্যান্য আসামীদের সদস্যপদ ইউনিয়ন কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে। উক্ত আদালত দেখেছে যে, আলিপুরের বিজ্ঞ জেলা জজ এবং তাদের উপর দেওয়ানি আদালত কর্তৃক পূর্বে নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করা হয়েছিল। আদালত আরও বলেছে যে লকডাউন চলাকালীন ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তালিকাটি ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রস্তুত করা হয়েছিল। উক্ত মামলার বাদী/আবেদনকারীদের, ২১ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে সভা এবং তালিকা প্রস্তুত করার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল। উক্ত আদালতের মতে, বাদীদের (বর্তমান মামলার আবেদনকারী) বিচারে যাওয়ার পক্ষে একটি শক্তিশালী প্রাথমিক যুক্তি ছিল এবং যদি তাদের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দ্বারা সুরক্ষিত না করা হয় তবে তারা অপূরণীয় ক্ষতি এবং আঘাতের সম্মুখীন হবেন। উক্ত আদেশটি ২০২২ সালের ১৭৮০ নং টাইটেল মামলায় বিজ্ঞ বিচারক বিবেচনা করেছিলেন এবং আবেদনকারীদের কথিত অবৈধ এবং অননুমোদিত বৈঠকের পরবর্তী প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য, বিপরীত পক্ষের দ্বারা প্রেরিত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

৫. শ্রী মজুমদারের মতে, ২০২২ সালের ২৮৬ নম্বর টাইটেল স্যুটে ২ মার্চ, ২০২২ তারিখের আদেশ বহাল থাকাকালীন, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের পরবর্তী প্রবিধান গুলি এবং

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের প্রস্তাবগুলি ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল যে প্রাথমিকভাবে বাতিল এবং আইনের চোখে অকার্যকর। এই আদেশটি এই ধরনের প্রস্তাবগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

৬. ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আশীষ মুখার্জি এবং তার দল পরাজিত হয়েছিল তা প্রমাণ করার জন্য শ্রী মজুমদার, সংশোধন আবেদনের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন রেকর্ডের উল্লেখ করেছেন। ২০১৬ সালে একটি অস্পষ্ট এবং কাল্পনিক তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। রেল কর্তৃপক্ষ ২২ আগস্ট, ১০১৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে এটি প্রকাশ করেছিল। ২২ আগস্ট, ২০১৬ তারিখের উক্ত চিঠিটি আদালতের আদেশে স্থগিত করা হয়েছিল এবং উক্ত স্থগিতাদেশ অব্যাহত ছিল। ২০১৮ এবং ২০২০ সালে আশীষ মুখার্জি এবং তার দল কর্তৃক সিওবি গঠনের অনুরূপ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আবেদনকারীরা উপযুক্ত দেওয়ানি আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞার আদেশ পেতে সক্ষম হন। আশীষ মুখার্জি, অর্থাৎ বিপরীত পক্ষ নং ১ এর সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছিল। ২০২২ সালের টাইটেল মামলা নং ২৮৬-তে গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিবিধ আপিল নং ১৭৮০, বিচারাধীন ছিল। এই পরিস্থিতিতে, ২০২২ সালের বিবিধ আপিল নং ৩৭৮-এ আপত্তিকরভাবে প্রদত্ত আদেশ, যা আবেদনকারীদের আশীষ মুখার্জি এবং তার দলকে বিরক্ত করা থেকে বিরত রাখে, ভুল ছিল এবং তথ্য ও আইনের ভুল উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। ২০২২ সালের ২৮৬ নং টাইটেল মামলায় প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি বহাল ছিল। ২০২২ সালের ২৮৬ নং টাইটেল মামলায় প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি অবমাননার মামলাও বিচারাধীন ছিল। বিজ্ঞ আইনজীবী বিবিধ আপিলের প্রদত্ত আদেশ বাতিল করার জন্য আবেদন করেছিলেন।

৭. বিরোধী পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট শ্রী সুরজিৎ নাথ মিত্র জনাব মজুমদারের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন এবং দাখিল করেন যে ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে ২০২২ সালের ৩৪ নং বিবিধ আপিলের মাধ্যমে,

আলিপুরের জেলা জজ, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের বিজিএম-এর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দল (আবেদনকারীরা) কে নবগঠিত সিওবি হিসেবে কাজ করতে বাধা দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদন মঞ্জুর করেন। এই বিবিধ আপিল ২০২২ সালের ১২৩ নম্বর টাইটেল স্যুটে ১ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখের একটি আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

৮. মিঃ মিত্র আরও বলেন যে, এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছিল। সুতরাং, আবেদনকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ অব্যাহত ছিল এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়ে গেছে। ২০২২ সালের ৩৪ নম্বর বিবিধ আপিলের ক্ষেত্রে আলিপুরের বিজ্ঞ জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের অজ্ঞতাবশত, ২ মার্চ, ২০২২ তারিখে, ২০২২ সালের ২৮৬ নম্বর টাইটেল মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা হয়েছিল। ২০২২ সালের ৩৪ নম্বর বিবিধ আপিলের ক্ষেত্রে প্রদত্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ২ মার্চ, ২০২২ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের কোনও গুরুত্ব ছিল না। ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে বিজিএম কর্তৃক নির্ধারিত নবগঠিত সিওবির তালিকা বিবিধ আদেশ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আপিল নং ৩৪, ২০২২। উক্ত তালিকা থেকে (সংশোধন আবেদনের পৃষ্ঠা নং ১৭৮), মনে হচ্ছে গৌতম মুখার্জি সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং আশীষ মুখার্জি, বাদী নং ২/বিপরীত পক্ষ নং ১ সাধারণ সচিব নির্বাচিত হয়েছেন।

৯. মিঃ মিত্র আরও বলেন যে SERMU-এর BGM প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হত এবং অতীতে মামলাগুলি, সমস্তই BGM-এর দুই বছরের মেয়াদের রেজোলিউশনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, মামলাগুলি নিষ্ফল হয়ে যায়। এইভাবে, ইউনিয়নের সভা, ২০১৬, ২০১৮ সালে COB গঠন এবং পূর্ববর্তী মামলাগুলিতে ফলস্বরূপ আদেশগুলি পাস করা হয়েছিল,

অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রত্যাখ্যান করার সময় বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক এটি বিবেচনা করা উচিত হয়নি।

১০. বর্তমান মামলায় বিতর্কিত বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজিএমের নোটিশ ৫ আগস্ট, ২০২২ তারিখে SERMU-এর সাধারণ সম্পাদক, আশীষ মুখার্জি/বিপক্ষ নং ১ দ্বারা জারি করা হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক সময়ে, আশীষ মুখার্জির এই ধরনের নোটিশ জারি করার ক্ষমতা আবেদনকারীরা চ্যালেঞ্জ করেনি। আশীষ মুখার্জিকে SERMU-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, যিনি ইউনিয়নের সদস্যদের ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিজিএম সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। আবেদনকারীসহ সকল সদস্য নোটিশটি গ্রহণ করেছিলেন। সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আবেদনকারীরা এটিকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। আশীষ মুখার্জির নোটিশ জারি করার ক্ষমতা অটুট ছিল।

১১. ২০২২ সালের টাইটেল স্যুট নং১৭৮০-এ অভিযোগ এবং তাতে দায়ের করা আবেদনগুলির বিষয়ে আরও উল্লেখ করা হয়েছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে বিরোধী পক্ষ/বাদীরা স্পষ্টভাবে বলেছিল যে আশিস মুখার্জি এবং তাঁর সহযোগীদের সদস্যপদ ২০১৪ সালের পরে পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল, কিন্তু বিবাদী নম্বর ১ এবং ২ (আবেদনকারী)-এর সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করা হয়নি এবং রেল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের নাম সম্বলিত কোনও তালিকা প্রকাশ করেনি। বাদী নং২/বিপরীত পার্টি নম্বর ১ ছাড়া, অন্য কারোরই বিজিএমকে কল করার যোগ্যতা ছিল না।

১২. ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ইউনিয়নের একজন অনুমোদিত সদস্য কর্তৃক জারি করা নোটিশের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছিল, যেখানে বিরোধী পক্ষ নং ১, আশীষ মুখার্জিকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছিল যে কেন SERMU থেকে তার সদস্যপদ বাতিল করা হবে না। কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়ার পর,

SERMU সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আশীষ মুখার্জির সদস্যপদ বাতিল করা হবে না এবং সেই অনুযায়ী, ২৫ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, এই সিদ্ধান্ত আশীষ মুখার্জিকে জানানো হয়েছিল। রেজোলিউশনের নোটিশ এবং উদ্ধৃতি, সংশোধন আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা রেকর্ডের অংশ।

১৩. এই আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য যা পড়ে তা হল আলিপুরের ৭ নম্বর আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারক ২০২৩ সালের ৭ই জানুয়ারির আদেশটি পাস করার ক্ষেত্রে অবৈধভাবে এবং বস্তুগত অনিয়মের সাথে কাজ করেছেন কিনা।

১৪. উপলব্ধ তথ্যগুলি হল যে বিরোধী পক্ষ নং১ এবং ২ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ঘোষণা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি মামলা দায়ের করেছে। উক্ত মামলাটি ২০২২ সালের ১৭৮০ নম্বর শিরোনাম মামলা হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। এই ঘোষণার জন্য একটি আবেদন করা হয়েছিল যে বাদী নং ২ আশিস মুখার্জি এবং অন্যান্য সাম্মানিক সদস্যরা বিজিএম-এ প্রস্তুত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এর তালিকা অনুসারে নবগঠিত সিওবি, এসইআরএমইউ-এর সংবিধান, বিধি এবং উপ-আইন অনুসারে কাজ করার অধিকারী ছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ অনুষ্ঠিত তার বৈঠকে রেল কর্তৃপক্ষকে সিওবি-র তালিকা প্রকাশ ও প্রচার করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার অনুরোধ করা হয়েছিল।

১৫. প্রাথমিকভাবে, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী সরদার-আমজাদ আলীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীদের কাছে SERMU-এর দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। বাদী নং ২/বিপরীত পক্ষ নং ১ ২০১৪-২০১৬ এবং পরবর্তী মেয়াদে ২০১৬ এবং ২০১৮ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

SERMU-এর সদস্য না হওয়া একজন ব্যক্তি ২০১৪ সালের ২০৭৬ নম্বর মামলাটি আলিপুরের বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) তৃতীয় অতিরিক্ত আদালতে দায়ের করেছিলেন, যেখানে ১১ আগস্ট, ২০১৮ এবং ১২ আগস্ট, ২০১৮ তারিখের BGM-এর বিরুদ্ধে মামলাটি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি আবেদনও দায়ের করা হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে পুরুষদের তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যান্যরা আলিপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) তৃতীয় আদালতে ২০১৯ সালের ১৪৪৬ নম্বর মামলাটি দায়ের করেছিলেন এবং বিজ্ঞ বিচারক ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে পুরুষদের কংগ্রেস এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে পুরুষদের ইউনিয়নকে রেলওয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সরকারি সভায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখেন। বিবিধ আপিল নং ২৬৮ নম্বর মামলাটি ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের আদেশ অনুসারে গ্রহণ করা হয়েছিল। ২০১১ সালের বার্ষিক রিটার্ন এবং সমস্ত পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে বলে নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে এই যুক্তিতে আপিল মঞ্জুর করা হয়েছিল। SERMU-এর BGM প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হত। সেই অনুযায়ী, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে একটি BGM অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নবনির্বাচিত সদস্যদের তালিকা ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। রেল কর্তৃপক্ষ COB-এর তালিকা প্রচার করতে অবহেলা করায় এবং BGM-এ গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানানোয়, SERMU ৭ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ২১ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখে তালিকা প্রকাশের জন্য রেলওয়েকে একটি চিঠি পাঠায়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আবার তালিকা প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

১৬. SERMU আলিপুরের বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন) ষষ্ঠ আদালতে ২০২২ সালের টাইটেল স্যুট নং ১২৩-এ ঘোষণা এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি মামলা দায়ের করে। নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি আবেদনও দায়ের করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি আবেদন করা হয়েছিল। বিজ্ঞ বিচারক ১ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখের আদেশে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন মঞ্জুর করতে অস্বীকৃতি জানান।

১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে, SERMU আলিপুরের বিজ্ঞ জেলা জজের কাছে বিবিধ আপিলের আবেদন করে, যা ২০২২ সালের ৩৪ নং বিবিধ আপিল ছিল। বিজ্ঞ জেলা জজ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের এক আদেশে বলেন যে, তথ্য ও পরিস্থিতি এবং হাইকোর্ট এবং ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক বিভিন্ন মামলায় প্রদত্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, SERMU-কে অনন্তকালের জন্য কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা যাবে না। সেই অনুযায়ী, আবেদনকারী (বিবাদী/প্রতিবাদী) এবং তাদের কর্মী এবং এজেন্টদের SERMU-এর ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের BGM অনুসারে COB-এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে বিপরীত পক্ষ নং ১ এবং তার কর্মী এবং এজেন্টদের বিরক্ত করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা হয়েছে। উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা সময়ে সময়ে ৮ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের আদেশটি SERMU কর্তৃক আবেদনকারীদের কাছে জানানো হয়। আবেদনকারীরা আলিপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) তৃতীয় আদালতের আদালতে ২০২২ সালের মালিকানা মামলা নং ২৮৬ ঘোষণা এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি মামলা দায়ের করেন। ২০২২ সালের বিবিধ আপিল নং ৩৪-এ প্রদত্ত ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখের আদেশটি ২০২২ সালের মালিকানা মামলা নং ২৮৬-এর আবেদনে উল্লেখ করা হয়নি (রিভিশনাল আবেদনের সাথে সংযুক্ত আবেদনের কপি)। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত স্থিতাবস্থা আকারে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন মঞ্জুর করে, পক্ষগুলিকে 'সেই তারিখের মতো' দখল, প্রকৃতি, চরিত্র এবং কার্যকলাপের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয় এবং আবেদনকারীদের ইউনিয়নের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়। ২০২২ সালের বিবিধ আপিল নং ৩৪-এ প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, হাইকোর্টে একটি পুনর্বিবেচনা আবেদন দাখিল করা হয়, যিনি সি.ও. ছিলেন। ২০২২ সালের ৩৮১ নং, যা এখনও বিচারাধীন। কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস হয়নি।

১৭. এটি একটি রেকর্ডের বিষয় যে বিজিএম-এর নোটিশ ৫ই আগস্ট, ২০২২-এ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আশিস মুখার্জির দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। বিজিএম ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ এবং ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৯ই নভেম্বর, ২০২২-এ বাদী দল নম্বর ১ রেল কর্তৃপক্ষের অফিসে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ জেনারেল ম্যানেজার, সাউথ ইস্টার রেলওয়ে এবং প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার, তালিকাটি প্রচারের জন্য। বিবাদী/বিরোধী দল নম্বর ৩ এবং ৪, তালিকাটি প্রকাশ করতে অস্বীকার করে এবং তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করে। আবেদনকারীরা বাদী/বিরোধী পক্ষ নং ১ এবং ২-এর কার্যালয়ে যান এবং সদস্যদের ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের বিজিএম-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ না করার এবং/অথবা কাজ না করার নির্দেশ দেন। সদস্যদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্ত অ-সদস্যদের দ্বারা এই ধরনের হুমকির কারণে এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট বাধাগুলির কারণে, বাদী/বিরোধী পক্ষ নং ১ এবং ২ জন ২০২২-এর শিরোনাম মামলা নং ১৭৮০ দায়ের করেন, যার মধ্যে এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি উত্থাপিত হয়।

১৮. বিজ্ঞ বিচারক ২০২২ সালের ২৮৬ নম্বর টাইটেল মামলায় ২ মার্চ, ২০২২ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশের সক্রিয় বিবেচনা করে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অস্বীকৃতি জানান। উভয় পক্ষকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং বাদী/বিপরীত পক্ষ নং ১ এবং ২ কে SERMU-এর কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল।

১৯. ১৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের প্রত্যাখ্যানের আদেশকে বিজ্ঞ নিম্ন আপিল আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। নিম্ন আপিল আদালত, সম্পূর্ণ বাস্তব পরিস্থিতি এবং পক্ষগুলির দ্বারা দায়ের করা একাধিক মামলায় প্রদত্ত সমস্ত আদেশ বিবেচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে:-

(ক) বিপরীত পক্ষ (নং ১) এবং (২) বিচারের জন্য একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করেছিল।

(খ) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৪ সালে প্রকাশিত পদাধিকারীদের তালিকা হাইকোর্ট দ্বারা নিযুক্ত একজন বিশিষ্ট বিশেষ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এবং তারপরে এসইআরএমইউ সংবিধানের ৩৩ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রতি দুই বছর অন্তর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিজিএম অনুষ্ঠিত হত।

(গ) ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ এবং ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ অনুষ্ঠিত বিজিএম-এর পরিপ্রেক্ষিতে অফিসার বাহকদের তালিকা শেষ পর্যন্ত ১লা ডিসেম্বর, ২০২২-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

(ঘ) নির্দিষ্ট শর্তাবলী সম্পর্কিত এস. ই. আর. এম. ইউ-এর পদাধিকারীদের তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে যে মামলাগুলি এখনও বিচারাধীন ছিল। ২০২২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আলিপুরের বিদ্বান জেলা জজ কর্তৃক ২০২২ সালের বিবিধ আপিলে প্রদত্ত আদেশে আবেদনকারীদের পুরুষ ও এজেন্টদের ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের বিজিএম-এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত সি. ও. বি-এর কার্যকারিতার বিষয়ে বিরোধী পক্ষকে বিরক্ত করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল।

(ঙ) বর্তমান মামলা, যথা, ২০২২ সালের টাইটেল স্যুট নং ১৭৮০ বাদী/বিরোধী পক্ষ নং১ দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল এবং ২ একটি ঘোষণার জন্য প্রার্থনা করেছিল যে নবগঠিত সিওবি এবং এসইআরএমইউ-এর সাম্মানিক সদস্যদের তালিকা ১১ এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের বিজিএম-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে তারা এসইআরএমইউ এর নিয়মাবলী এবং-এর সংবিধান অনুযায়ী কাজ করার অধিকারী ছিল।

(চ) যেহেতু আবেদনকারীদের ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের বিবিধ আপিল নং ৩৪, ২০২২-এর বিজিএম অনুসারে বিপরীত পক্ষ নং ১ এবং ২-কে নবগঠিত সিওবি হিসেবে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং হাইকোর্ট কর্তৃক উক্ত আদেশের বিষয়ে কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি, তাই বিপরীত পক্ষ নং ১ এবং ২-এর কার্যক্রমে অবদান ছিল। এটি নিরাপদে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এর সিওবি সদস্যদের তালিকা, প্রাথমিকভাবে, বৈধ ছিল।

ছ) ২০২২ সালের টাইটেল মামলা নং ২৮৬-তে প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা ভুল ছিল। ২০২২ সালের টাইটেল মামলা নং ২৮৬-তে যে স্থিতাবস্থা জারি করা হয়েছিল তা একজন আবেদনকারীর ভিত্তিতে ছিল, যেখানে ২০২২ সালের বিবিধ আপিল নং ৩৪-তে প্রদত্ত আদেশটি উল্লেখ করা হয়নি।

২০. এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে এসইআরএমইউ-এর নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বাদী/বিপরীত পক্ষ নং১ এবং ২ আবেদনকারীদের এসইআরএমইউ-এর সদস্যপদ থেকে অপসারণের আহ্বান জানিয়েছে, যেখানে আবেদনকারীরা একই ধরনের দাবি করেছে।

২১. প্রাথমিকভাবে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে অতীতের মামলা এবং সেখানে প্রদত্ত আদেশগুলি প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত বিজিএম-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং, বর্তমান মামলায় বিপরীত পক্ষ নং ১ এবং ২-এর পক্ষে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা উচিত ছিল কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যায়ে সেই কার্যধারার প্রাসঙ্গিকতা, শ্রী মজুমদারের অনুরোধের তুলনায় কম তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। আমার, প্রাথমিকভাবে, কেবল পূর্ববর্তী বিজিএম এবং এর পরিণতি প্রাসঙ্গিক।

বিজ্ঞ বিচারক ২০২২ সালের ২৮৬ নম্বর টাইটেল মামলায় প্রদত্ত স্থিতাবস্থার আদেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যেখানে ২০২০ সালের বিজিএম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজিএমগুলির সিদ্ধান্ত এবং নবনির্বাচিত সিওবির তালিকা ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। রেল কর্তৃপক্ষ সিওবির তালিকা প্রচার করতে অনিচ্ছুক ছিল এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের বিজিএমে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। SERMU ৭ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ২১ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখে তালিকা প্রকাশের জন্য আবার একটি চিঠি লিখেছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। SERMU আলিপুরের বিজ্ঞ সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) ষষ্ঠ আদালতে ঘোষণা এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি মামলা দায়ের করে, যা ২০২২ সালের টাইটেল স্যুট নং ১২৩ ছিল। দেওয়ানি কার্যবিধির ১৫১ ধারা সহ পঠিত আদেশ ৩৯ বিধি ১ এবং ২ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, যার সাথে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। বিজ্ঞ ট্রায়াল জজ ১ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন মঞ্জুর করতে অস্বীকৃতি জানান। উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, ২০২২ সালের ৩৪ নং বিবিধ আপিল দায়ের করা হয়েছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে আলিপুরের বিজ্ঞ জেলা জজ রায় দেন যে নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা প্রকাশের বিষয়ে বিভিন্ন মামলায় হাইকোর্ট এবং ট্রায়াল আদালতের পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে, ইউনিয়নের সদস্যদের অনন্তকাল ধরে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে না। ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের বিজিএম-এ সিদ্ধান্ত অনুসারে নবগঠিত সিওবি হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের দলকে বিপরীত পক্ষ নং ১ এবং ২-কে বিরক্ত করা থেকে বিরত রেখে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা হয়েছিল। এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ৮ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত সময়ের জন্য জারি করা হয়েছিল এবং তারপরে এটি সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছিল এবং

যেদিন আদেশটি বাতিল করা হয়েছিল, সেদিনও তা বহাল ছিল। আলিপুরের বিজ্ঞ জেলা জজের আদেশ আবেদনকারীকে জানানো হয়েছিল। ২০২২ সালের ৩৪ নং বিবিধ আপিলের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের আদেশের পর, আলিপ্রোতে অবস্থিত বিজ্ঞ অতিরিক্ত দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) তৃতীয় আদালতে ২০২২ সালের ২৮৬ নম্বর টাইটেল মামলা দায়ের করা হয়। বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ আদেশের তারিখ অনুসারে অর্থাৎ ২ মার্চ, ২০২২ তারিখের স্থিতাবস্থা আকারে, মালিকানা, প্রকৃতি, চরিত্র এবং কার্যকলাপের ক্ষেত্রে, ২০২২ সালের ২৮৬ নম্বর টাইটেল মামলার ক্ষেত্রে, অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদন মঞ্জুর করেন। সেদিন, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের বিবিধ আপিল (উচ্চতর ফোরাম) এ প্রদত্ত আদেশটি বহাল ছিল এবং আবেদনকারীদের ইতিমধ্যেই ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের বিজিএম অনুসারে সিওবির কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। বিপক্ষ পক্ষ নং ১ এবং ২ ইতিমধ্যেই কার্যকর ছিল। তাদের কার্যক্রম আলিপুরের বিজ্ঞ জেলা জজ কর্তৃক ২০২২ সালের ৩৪ নম্বর বিবিধ আপিল মামলায় সুরক্ষিত ছিল। ২০২২ সালের ৩৪ নম্বর বিবিধ আপিল মামলায় প্রদত্ত আদেশটি কোনও উচ্চতর ফোরাম দ্বারা সংশোধন বা বাতিল করা হয়নি। সুতরাং, ২ মার্চ, ২০২২ তারিখের অবস্থা ছিল যে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের বিজিএমে গঠিত সিওবি কার্যকর ছিল।

২২. প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে যে, ২০২২ সালের ৩৪ নম্বর বিবিধ আপিলের আদেশটি বিজ্ঞ বিচারক বিবেচনা করেননি, যিনি ২ মার্চ, ২০২২ তারিখে ২০২২ সালের ২৮৬ নম্বর টাইটেল মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, বর্তমান মামলার বিজ্ঞ বিচারকও ২ মার্চ, ২০২২ তারিখের ২০২২ সালের ২৮৬ নম্বর টাইটেল মামলায় প্রদত্ত আদেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি জারি করতে অস্বীকৃতি জানান। উপরোক্ত তথ্য এবং ২০২২ সালের ৩৪ নম্বর বিবিধ আপিলের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের আদেশের প্রভাব বিবেচনা করা হয়নি।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের আদেশ অনুসারে, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের বিজিএম অনুসারে তালিকাটি কার্যকর এবং কার্যকর করা হয়েছিল। বিজ্ঞ বিচারক যখন অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশ দেন তখন SERMU এবং COB-এর অবস্থাও তাই ছিল।

২৩. ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের বিজিএম-এ সিদ্ধান্ত অনুসারে নবগঠিত সিওবি-র কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা থেকে আবেদনকারীদের নিষেধ করা হয়েছিল। সিওবি-র উল্লিখিত তালিকা, প্রাথমিকভাবে, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখেও বৈধ বলে মনে হচ্ছে। অতএব, বিজ্ঞ নিম্ন আপিল আদালত যথাযথভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে বাদী/বিপক্ষ নং ১ এবং ২, প্রাথমিকভাবে, মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সুবিধা এবং অসুবিধার ভারসাম্য তাদের পক্ষে ছিল।

২৪. ইউনিয়ন এবং এর সদস্যদের কল্যাণ যথেষ্ট পরিমাণে সুরক্ষিত ছিল কারণ বিজ্ঞ নিম্ন আপিল আদালত নির্দেশ দিয়েছিল যে SERMU-এর হিসাব বিবরণী বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক সময়ে সময়ে যখনই চাওয়া হবে তখনই জমা দিতে হবে।

২৫. সুতরাং, এই আদালত আদেশে কোনও অবৈধতা বা বস্তুগত অনিয়ম খুঁজে পায় না। বিদ্বান বিচার আদালতের কেবল ২০২২ সালের টাইটেল স্যুট নং২৮৬-এ গৃহীত স্থিতাবস্থার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল না। বিদ্বান বিচার আদালতের আদেশ রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা না করার কারণে ভুগছে। এই আদালতের যে কোনও আরও তদন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যায়ে একটি মিনি ট্রায়াল করার সমান হবে। আনন্দ প্রসাদ আগরওয়ালা বনাম তারকেশ্বর প্রসাদ এবং অন্যান্যরা (২০০১) ৫ এস. সি. সি ৫৬৮-এ রিপোর্ট করেছেন যার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হয়।

সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে নিষেধাজ্ঞার আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোনও আদালতের পক্ষে ক্ষুদ্র-ট্রায়াল করা উপযুক্ত হবে না।

২৬. একমাত্র বিবেচনা হলো প্রাথমিকভাবে মামলা, সুবিধার ভারসাম্য, অসুবিধা এবং অপূরণীয় ক্ষতি এবং আঘাত। আমার বিবেচনায়, বিজ্ঞ নিম্ন আপিল আদালত এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেছে। এই আদালত বিজ্ঞ নিম্ন আপিল আদালতের বিচক্ষণতার উপর হস্তক্ষেপ করে তার সিদ্ধান্ত প্রতিস্থাপন করতে বাধ্য নয়, কারণ বিচক্ষণতার প্রয়োগ স্বেচ্ছাচারী, খামখেয়ালী বা বিকৃত ছিল না। তথ্য অনুসন্ধান ফোরামের সিদ্ধান্তের উপর তত্ত্বাবধানের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত।

২৭. সাধনা লোধ বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সিদ্ধান্তে, (২০০৩) ৩ এস. সি. সি ৫২৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, মাননীয় শীর্ষ আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

"৭. সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টগুলিকে প্রদত্ত তত্ত্বাবধায়ক এখতিয়ার শুধুমাত্র এই দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ যে কোনও নিম্নমানের আদালত বা ট্রাইব্যুনাল তার মাপকাঠিগুলির মধ্যে দিয়ে গেছে কিনা এবং রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট কোনও ত্রুটি সংশোধন করেনি, আইনের ত্রুটি থেকে অনেক কম। সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট আপিল আদালত বা ট্রাইব্যুনাল হিসাবে কাজ করে না। সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল যে প্রমাণের ভিত্তিতে আদেশটি পাস করেছে বা সিদ্ধান্তে আইনের ত্রুটিগুলি সংশোধন করেছে তা পর্যালোচনা বা পুনর্বিবেচনা করার অনুমতিও হাইকোর্টের কাছে অনুমোদিত নয়।"

২৮. যাইহোক, বিদ্বান নিম্ন আপিল আদালত মামলাটির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছে, যদিও, বিবিধতার সুযোগ রয়েছে। আপিলটি এই প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যে বিপরীত পক্ষ নং১ এবং ২ কে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা দেওয়া উচিত কিনা।

২৯. এটি করার মাধ্যমে, শিক্ষিত নিম্ন আপিল আদালত আসলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন, এটি শেখার উপর না রেখে বিচারের বিচারক পক্ষগুলির কথা শোনার পরে এবং প্রতিযোগিতায় আইন অনুসারে নিষেধাজ্ঞার আবেদনের বিচার করবেন।

৩০. বিরোধিতা করা আদেশটি এতটুকু পরিবর্তিত যে, ৭ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে আলিপুরের ৭ম আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ২০২২ সালের ১৭৮০ নং টাইটেল মামলায় বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। বিজ্ঞ বিচারককে এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে এবং এলসিআর প্রাপ্তির পর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দিনে, বিপরীত পক্ষ/বাদী কর্তৃক বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক হিসাব জমা দেওয়া হবে।

৩১. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, পুনর্বিবেচনার আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়; ২০২৩ সালের সিএএন ১ সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

৩২. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩৩. এই রায়ের সার্ভার কপির উপর ভিত্তি করে কাজ করার জন্য পক্ষগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

(বিচারপতি, শম্পা সরকার)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal